

दैनिक वैद्यक

বর্তমানে দেশে সরকারী কলেজের সংখ্যা ২৫০-এর অধিক এবং বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৯০০-এর অধিক। কলেজ শিক্ষার চার ভাগের তিন ভাগ বেসরকারীভাবে পরিচালিত। অথচ বেসরকারী কলেজে পদোন্নতির নীতিমালা হলো প্রতি ৫ জনে ২ জন সহকারী অধ্যাপক। বাদবাকী শিক্ষক ৮ বছর পর থেকে ৬১৫০ টাকার স্কেলে আজীবন প্রভাষক থেকে যাবেন। বর্তমানে সরকারী এবং বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ যোগ্যতা একই এবং বেসরকারী কলেজে ক্ষেত্র বিশেষে আরো কঠোর। যেমন সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী, বেসরকারী কলেজে এস,এস,সি থেকে এম,এ /এম,এসসি/এম,কম পর্যন্ত তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত প্রার্থী নিয়োগযোগ্য নয়। কিন্তু এস,এস,সি/এইচ,এস,সিতে তৃতীয় বিভাগ পেয়েও পি,এস,সির মাধ্যমে একজন শিক্ষক সরকারী কলেজে যোগদান করতে পারেন। আবার অধিকাংশ কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদগুলো প্রবীণ শিক্ষকবৃন্দের দ্বারা পূরণ হয়ে গেছে। বর্তমানে অনেক মেধাবী তরুণ এই পেশায় এসে সারাজীবন প্রভাষক থাকবেন এই হতাশা নিয়ে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন। বেসরকারী কলেজের শিক্ষকবৃন্দের হাজারো যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হয়। যেমন বেতনের সরকারী অংশ চলতি মাসের ১/২ মাস পরে, বেসরকারী অংশটি অধিকাংশ কলেজে

বছরের ১/২ মাসের অথবা নাই, অধ্যক্ষ থেকে পিয়ন পর্যন্ত বাড়ী ভাড়া ১০০ টাকা মাস প্রতি, বদলি না থাকায় বিভিন্ন মহলের চাপে চূপচাপ পরীক্ষার হলে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া ইত্যাদি। : সর্বশেষে সারাজীবন প্রভাষকের গ্রানি নিয়ে অবসর। হায়রে নিয়তি! তাই উর্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকবৃন্দের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে শিক্ষা বৈষম্য দূর করুন।

এম, নজরুল ইসলাম,
৪৪/এইচ আজিমপুর রোড,
ঢাকা ১২০৫।

ज्ञान कान्ति - ८